রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রকাশক
শ্রীপশুপতি দে
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭

মুদ্রক :
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ :
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রণ :
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২/১, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দাম : দু টাকা

নক্ষত্রের নীচে

কবিশেখর—

কালিদাস রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম-পংক্তির সূচী ঃ

নক্ষত্রের নীচে

সংখ্যাতীত শতাব্দী পার হয়ে গেছে
কিন্তু আজো অযুত নিযুত গ্রহ-উপগ্রহের প্রভাব—
শত শত দানবের ক্ষুধা, পাশবশক্তির অত্যাচার, শকুনের দৃষ্টি
পৃথিবীর ওপর।

এখানে ;
মানুষ নিরন্তর সুখের আতিশয্যে অভিভূত,
দুঃখে মুহ্যমান। আবার ; জীবনের
এই মিলিত তিমির থেকে অন্য এক সৌরলোকের
উৎসারণ হয়—।

মনে হয় ;
নক্ষত্রের নীচে, এ প্রাণ এসেছিল
জল-বায়ু-রৌদ্র আর মানুষের ভালোবাসায়।

মিতাচার

আহত পাখি,
নিস্তরঙ্গ পরমায়ু নিয়ে কে এসেছে বলো ?
জানি তথাপি জীবনের গভীর টান
যেন প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে আরো ।

এ পৃথিবীতে বাঁচার সাধ
তোমার আমার সকলের । কিন্তু
তোমার সুন্দর পালকে-ঢাকা নরম মাংস ;
বিষাক্ত তীরের আঘাতে নীল হয়ে যাক,
শিকারীর অভিপ্রেত তাই । তবু ক্ষমা করো

এ পৃথিবীর
প্রতিটি রক্তের কণা খাঁটি নয়,
বিষে জর জর । সে কথা
তুমি জানলে জানতেও পারো ।
তবুও বলি ক্ষমা করো ।

বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে
নরম ঘাসের শিষে, বনলতারা মাথা তুলে হাসে
ঝোপে-ঝাড়ে।
বৃষ্টি পড়ে
টুপ্-টাপ্। কেয়া-কাঁঠালী চাঁপার গন্ধে
মাতাল মাতাল মন, যখন সন্ধ্যা নামে।

দেশলাইরা জ্বলে না আজ, ভিজা ঘুঁটের ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে
তবুও ভালো লাগে
বৃষ্টি পড়ে।

তারাহারা অন্ধকারে
স্মৃতির মিছিল ভিড় করে।   বড়ো ভালো লাগে
মেঘান্তরীদিন, পাতারা গান করে
রিমিঝিমি একটানা সুরে।

এই দিনে
দূর-দূরান্তের উঁচু নীচু বনস্পতি পিছু ফেলে
মাদলের সুর ভেসে আসে মৃদুমন্থর সমীরণে,
আহা! ঘুম ঘুম চোখ বড়ো ভালো লাগে।
বৃষ্টি পড়ে।

মৌন মন

এই মনে
অনেক স্মৃতির মানচিত্র আছে আঁকা :
বহু মানুষের মুখ, কীর্তি, প্রেম, ভালোবাসা,
ঘৃণা, স্পর্শ, বেদনার। কিন্তু আমি
মৌনতা ভালোবাসি।

নদী, অপরূপ বিস্ময়ে চলে গেছে, চলে গেছে
মানুষের সংকীর্ণতার
সীমারেখা অতিক্রম করে—
সাগরের প্রশান্ত বুকে। আমিও চলে যেতে চাই তারি মতন।

জানি অন্ধলজ্জা, গতায়ু যৌবন-ক্ষুধা, অনীহা,
পৃথিবীতে আনবে শুধু রক্তক্ষতদিন।
তাই মৌনতা আমি ভালোবাসি।

পুরনো ব্যাকুলতা

পৃথিবীর পুরনো প্রাণের ব্যাকুলতা
জেগে ওঠে ; কার্তিকের মাঠে মাঠে,
এবার শালিধান তোলার সময় ।

ভোর ;
পৃথিবীর শরীর তাজা রেখে যাবে,
এই ব্যাকুলতা নিয়ে সূর্যোদয় ।

প্রেম ভালোবাসা পাশবশক্তি
প্রতিদিন ;
পৃথিবীর জঠরে জন্মায়, আবার মৃত্যু হয় ।

কিন্তু
শাশ্বতকাল ; ভালোবাসার স্বাদ লেগে থাকে
মানুষের অস্থি-মজ্জায় ।

সময়ের ব্যবধান

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আমি,
সময়ের ব্যবধানে মস্ত ক্ষতি যদি হয় ;
বেদনার আলিঙ্গনে করবো না
নিজের শক্তিক্ষয় ।

পৃথিবীতে দেখেছি আমি
অনেক শক্তিধর ; আপনার শক্তি প্রচারে পঞ্চমুখ,
অসহায় নিরপরাধ দুর্বলের ওপর ।

সময়ের ব্যবধানে
তারা শাসক প্রভু বিত্তবান ;
একদিন
তাদের আকাশও ধূসর হয়,
শক্তির ভাঁটা পড়ে, কাল শুধু সাক্ষী রয় ।

সংসার

আমি যতো দূরে যেতে চাই
এই সংসার ততো নরম নিবিড় হয়ে ভালোবাসে ;
যেন অফুরান ভালোবাসা ; সুন্দর করুণ পাখা মেলে
অপরাহ্নের কপোত-কপোতীর মতো
অপরূপ আবেগ আনে

তখন ;
বেদনার গন্ধ তীব্র হয়ে ওঠে,
ক্ষিপ্র হাত বাড়িয়ে দিই—সংসারের প্রান্তরে,
দেখি
এটুকুন শিশু অবিরাম দুটো হাত নাড়ে।

মানসী

মানসী, চলো
শ্রাবণের ভিজা মাটির প্রাঙ্গণে,
সেখানে অরণ্য শুধু তোমার আমার।

বড়ো ইচ্ছা হয় ;
সবুজ মাঠের ধারে বসে,
তরুণ রাখালের বাঁশী শুনি সারাটা দুপুর।

এখানে ; এই শহরে,
শ্রাবণ সন্ধ্যায় বাজে না ঝিল্লীদাদুরীর ঐকতান !
কাদা-মাটি মাখানো একটিও দুরন্ত শিশু দেখি না
কোকিল-চোখে দাঁড়াতে দেউড়ির দ্বারে। শুধু
রেডিওতে একটানা শ্রাবণের কবিতা আর
শিল্পীরা গান গায়। কিন্তু মনের প্রতিভাস
কিছুতেই যেন হয় না সোচ্চার।

মানসী, চলো
ময়নামতী মাঠের ধারে, ঐ শান্ত গ্রামটি শুধু তোমার-আমার

হৃদয় পেতে আছি

দীর্ঘদিনের দিনলিপি খুলে দেখি
টুকরো টুকরো করে ভাঙেনি হৃদয়,
পৃথিবীর কুটিল আঘাতে।

কখনো থেকে থেকে ভাবনার দাহন
জ্বলে ওঠে মনের নিভৃত আঙিনাতে,
কিন্তু কান্নায় ভেঙে পড়ে না হৃদয়।

এসো জীবন ব্যথার পাথার হোয়ে,
দুঃখের মাঝে আমার অস্তিত্ব, অজয়।

ঘনিষ্ঠ তাপ

আমার বুকের
ঘনিষ্ঠ তাপ ; অনাবৃত এইটুকু আশা,
আনবে শতাব্দীর জোয়ার। একদিন
দিতে হবে শোধ করে সকলের
দুর্লভ সময়ের দান। সেই আশায় আমি
কবিতা লিখি, গাই জীবনের জয়গান।

আমার বুকের
ঘনিষ্ঠ তাপ ; অনাবৃত এইটুকু আশা
সার্থক হবে সেদিন
যখন পৃথিবীর আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হবে
মহা-শান্তির ঐকতান।

সার্থক হবে সেদিন
যখন আউশ আমনের ক্ষেতে
পাখিরা পরম উল্লাসে খেতে পাবে ধান।

জানি আমার বুকের ঘনিষ্ঠ তাপ ; অনাবৃত এইটুকু আশা,
একদিন
আনবে শতাব্দীর জোয়ার।

ভয়

অন্ধকার : আরো গাঢ় অন্ধকার নেমে আসুক ;
হে ঈশ্বর, আমি ভয় করি না।

ভয় শুধু কৃত্রিম অন্ধকারের।
এখানে দেখেছি ; মানুষের সৃষ্টি-করা অন্ধকার
জীবনের উপর গভীর ছায়া ফেলে।

হে ঈশ্বর,
তোমার রাজ্যে আর কোনো ভয়
আমি জানি না।

তোমার জন্যে

এক আকাশ ভালোবাসা রেখেছি
শুধু তোমারই জন্যে।

তোমার চিঠিতে শুধু গতায়ু যৌবনের অনুশোচনা!
কিন্তু ভেবে দেখো, মৃগনাভির মতন কঠিন খোলসটা
যদি না থাকে ; তবে ভালোবাসার দাম
তুমি দিতে কি ? আগে বলো—পারতে না।

ভালোবাসা আমি তাকে বলি,
দ্বিধাহীন উন্মোচিত বুকে যদি
চাপ চাপ পাথরের ব্যথা সইতে পারো
সর্বস্ব হারায়ে ভীষণ অন্ধকারের সমুদ্রে
যদি নিঃশঙ্ক জেগে থাকতে পারো ;
শুধু একটি নাম ধরে, 'প্রিয়তম',
তাকে আমি ভালোবাসা বলি।

শুক্লা একাদশীর চাঁদনীরাতে, বসন্তের দিনে,
পাহাড়ী ঝরনার ধারে, সাগরতীরে
যে প্রেমের জন্ম হয়, সে প্রেম-ভালোবাসা তোমার আমার নয়

আন্দামান থেকে লিখছি,
জানো এতটুকু পথ নেই আমার,
জল-জলময় চারিদিক। তবুও আমার কান্না পায় না কেন!
সত্যি আশ্চর্য মনে হয়।

এক আকাশ ভালোবাসা রেখেছি
শুধু তোমারই জন্যে।

সাবালক

ডল পুতুল রঙিন বেলুন হাতি ঘোড়া নিয়ে
সারাদিন কতো খেলেছি আমি। তখনকার
দুর্বোধ্য সংলাপ ; ভাষায় মূর্ত হবে একদিন,
মা-বাবা তাই চেয়েছিলেন। কিন্তু আজ
বয়সে সাবালক হলে কি ? অবোধ বালকের মতো
খেলনারই পরিবেশে আছি আমি।

জানি না কবে,
পঁচিশ বছরের যুবকের মতো
কথা বলতে শেখাবে জন্মভূমি।

নিজের অস্তিত্বের কাছে

আমাকে মুক্ত করো, যুক্তিহীন তর্কে জীবন বিষময় করো না আর।
জানি না কে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত অনুচর ; কেইবা সর্বশাস্ত্র বিশারদ !
অথচ দেখি, মস্ত বোদ্ধার মতো ধূর্ত-প্রযোজনা জীবনের। মনে হয়
সেও এক অভাবনীয় আত্মপ্রসাদ।

আমাকে প্রলুব্ধ করো না কামনার খাঁজে খাঁজে আর
কি হবে নকল মুক্তো কুড়িয়ে কাছে রেখে
কি হবে অলৌকিক কল্পনাকে সুতোয় গেঁথে বার বার,
সে শুধু অনর্থক ব্যথার আলপনা আঁকা বুকে।

হিসাবের পাতা উলটে পালটে দেখলাম,
সেখানে অস্তিত্বের ঘাটে, সময়ের কোনো ঠিকানা নেই,
এমন সাংঘাতিক মর্মান্তিক সত্য জানলাম।

কিন্তু চিন্তার ফসল ধ্রুবতারা হলে
নিজের কাছেই তার শ্রেষ্ঠ আসন,
মনের নির্জনে সে মুকুল আপন প্রকাশের ডানা মেলে—
সূর্যের মতন মানে না সে কোনো আবরণ।

অভিনয়

অভিনয়
মিলনান্ত বিয়োগান্ত
রঙ্গমঞ্চে-পর্দায় দেখি, তারপর ;
সেই ঘটনা পারম্পর্যের ক্লাসিক অনুভূতি
অথবা পরিণতি
বুকের ভিতরে যেন ফসল হয়।

অভিনেতা অভিনেত্রী
রঙ্গমঞ্চে কতো রঙ বে-রঙের সাজে ; হাসে কাঁদে,
জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখের দৃশ্যপট হয় বদল।

আমাদেরও কিছু সময় ; পরস্পরের সাথে শুধু অভিনয়।

শতায়ু

নিষুপ্ত কর্মচঞ্চল শহরটার
বুক ফুলে ওঠে, জোরে জোরে নিঃশ্বাস বয়।
মস্তিষ্কের ছোটো বড়ো শিরাগুলি
কাজ করে—।   তন্দ্রা আসে চোখে,
অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ
মুখে এঁকে দিয়ে যায় বিকৃত আলপনা!
এতটুকু টিকটিকির ত্রস্ত আনাগোনায়
মনে ভয় জাগে।

পারি না ঘুমোতে আমি
ঘুমের ওষুধ খেয়েও।   কিছুক্ষণ নির্বিকার থাকি
অসহ্য লাগলেও।

মনে পড়ে, একদিন
মৃত্যু-যন্ত্রণার পাশে বসে
মা বলেছিলেন, বেঁচে থাকো শতায়ু।

আর এক পৃথিবী

ভেবেছিলাম
এখানেই থেমে যাবো, কিন্তু
পুনশ্চ লিখলাম।

আকণ্ঠ কেউটের বিষপানে
আজকের পৃথিবী বিষাক্ত ; নেশায় বুঁদ ;
কখনো মরণ-কামড়ে জ্বালা তোলে,
মৃত্যু দেয় হাতছানি। আবার

কোমল স্নেহের এক প্রতিশ্রুতি ভেসে আসে,
মনে হয় ; আমি যেন
আর এক পৃথিবীর দেখা পেলাম। একাল
যুদ্ধে-ছলনায়-বিদ্বেষে যতই মেতে উঠুক,
ভালোবাসার ফল্গুনদী আছে তার ভিতর।
তাই শ্বেত পায়রার ঝাঁক
আমি আকাশে উড়তে দেখলাম।

ত্রিবর্ণ সংকেত

লাল হলুদ নীল ঃ
ত্রিবর্ণ সংকেত জীবনের চলার পথে,
কখনো
আচমকা ধাঁধা লাগায় !
বিদ্যুতের মতো আলোগুলি জ্বলে ওঠে
আবার নিভে যায় ।

চলার পথে,
মনের রঙে ; চোখে নেশা জাগে—
অদেখার আনন্দে বিহ্বল হয়ে
কত অঘটন ঘটায় ।

লাল হলুদ নীল ঃ
জীবন-মরণ সংকেত
কখনো
উপেক্ষা করে জনস্রোত,
যৌবনের স্পর্ধায় ।

চলার পথে,
অনেকেই ; ঝিকিমিকি মায়াবী তারার
উজ্জ্বল আলোকে অন্ধপ্রায় !

লাল হলুদ নীল ঃ
ত্রিবর্ণ সংকেত জীবনের চলার পথে,
বিদ্যুতের মতো জ্বলে ওঠে
আবার নিভে যায় ।

স্বগত

অনেক আকাশ হারিয়ে গেছে
শক্ত হাতে ধরতে গিয়ে। কিন্তু
এখন ; ধূসর স্মৃতির জাল বুনে
মুঠো মুঠো অন্ধকারের গোলকধাঁধায়
শুধু ব্যথা পাওয়া কেন আর ?

এ জীবন শুধু সময়ের কাছে ঋণী ; নিরন্তর ঋণী,
জানি বিষাদের ভিতর আশার সুর,
নদীর মতন গেছে ব'য়ে। শুধু তাকে জানা বুঝি ভার

জরিপ

অনেক তো হলো জরিপ :
কিন্তু বাড়লো কই ফসল আর,
পড়ে রইল অনাবাদী
সোনার মাটি কার অবহেলায় ?

চলে যায় দিন
মাস বছর কত শতাব্দী
কিছু ভূমি রাজস্ব যায়
গতানুগতিক প্রথায়।

আর কত কাল ?
হায়! সোনার মাটিতে হলো
আগাছার ঘন বন। এসো তুলে ফেলি
ধ্বংসের শিকড়, জীবনের হবে জয়।

মাটি অনাদৃত হলে
পৃথিবীর সুনিশ্চিত ক্ষয়॥
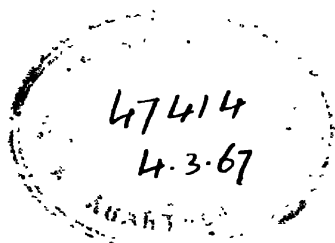
কোনো এক বন্ধুকে

কৃত্রিম উপায়ে তৃপ্তির জাল বুনে দেখেছি :
সামনে এক কাপ কফি রেখে
ভাবনার সাগর মন্থন সে কঠিন কিছু নয়

আজকের সাহিত্য সংস্কৃতি, রাজনীতি
রেস্তোরাঁতে বসে সব কিস্তিমাত !
বর্তমানে যেন সমস্যা বলে কিছু নেই
শুধু বাক্যবিনিময়, পরিসংখ্যান নির্ণয়
সাধ্যাতীত মনে হয়।

কিন্তু তোমাকে বলি,
আজকের যন্ত্রণাপিষ্ট দিনগুলি
কফি হাউসের বাইরে এসে দেখো,
কফির নেশা ভাঙবে নিশ্চয়।

বিস্মৃতি

অতীতের পৃষ্ঠা অদৃশ্য ।

সেদিন যারা গড়েছিল প্রেমের সেতু
বেঁধেছিল একতারাতে মিলনের গান,
আজ মনের আঙিনাতে দেখি
তারা কেউ নাই ।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সব আছে,
কিন্তু রূপসন্ধানী বুঝি নাই ?

অস্তিত্বের ঘাটে

নির্জনতা নেই কোথাও নেই :
রাত্তিরেও তাই পাতিলেবুর ঝাড়ে ঝিঁঝি ডাকে না আর
ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকে : পাতার উলটো পিঠে।

প্রতি সন্ধ্যায়
ওরা প্রমাদ গণে ; বুঝি গলা ছেড়ে গাইবে
ঘুমপাড়ানী গান, কিন্তু শিশু যুবক বুড়ো
কেউ আগের মতন ঘুমোয় না আর। নাকি চোখে ঘুম নেই কারো ?
তবে কেন চোখ দুটো ছোটো হয়ে আসে !

অম্ল-অজীর্ণ ; শিশু যুবক বুড়ো সকলের,
তবুও উদর-পূরণ করতেই হয়।

আজ আর যেন ভূতের গল্প রূপকথার গল্প ;
কোনো সান্ধ্য আসরে নেই।

রেশনের লাইন, ট্রামে বাসে রেলে কাটার দৃশ্য,
বাড়িভাড়ার সংকট, যুবতী কন্যার বিয়ে,
এ নিয়েই প্রতি সান্ধ্য আসরে আলোচনার সূত্রপাত হয়।

ঝিঁঝিরা নির্জনতা ভালোবাসে।
আগের মতন মানুষগুলো ঘুমিয়ে পড়লে
ওরা সুরের ঝংকার তুলত, অস্তিত্বের ঘাটে।

কৃষ্ণচূড়া

কেন আমি ব্যথা পাই ?
এই মস্তবড়ো বিকেলটার দিকে
তাকালেই পারতাম।

আহা ! থরে থরে ফুটেছে কৃষ্ণচূড়া,
ইচ্ছা হয় ;
গেলাসে গেলাসে সরবত করে
চুমুক দিই ; দারুণ গ্রীষ্মের তাপে।

কবে যেন
কৃষ্ণচূড়াকে দেখেছিলাম,
আজ আবার জাগলো সেই অনুভব !
এখন দিলাম— দিলাম আমি কৃষ্ণচূড়াকে সঁপে।

পুনশ্চ

মনের মতন মানুষকে
বুকের রক্ত জল করে ভালোবাসার
কতো উপন্যাস পড়েছি। এমনি
হৃদয়স্পর্শী করুণ মধুর নিষ্ঠুর ভালোবাসা
আজো রক্তে রক্তে মিশে আছে।

সেকালের ভালোবাসার ইতিহাসে
স্মরণে-মরণে সার্থক কারো কারো নাম,
আজো শিল্পীরা তাদের ছবি আঁকে।

একালের ভালোবাসার কিছু দৃষ্টান্ত দেখি,
লেকে ময়দানে হোটেলে রেস্তোরাঁতে আর
পুলিসের ডায়েরীতে আছে।

ড্রেনপাইপ-প্যাণ্ট টেরিলীন শার্ট নেক্‌টাই ছুঁচালো
জুতো যুবকের,
লুক 'মী বক্ষ-আবরণী ডেকরণ-ড্রেলন শাড়ি
প্রসাধনে লিপ্‌স্টিক রোজ ল্যাক্টোক্যালামিন যুবতীর
আর দাঁতে-দাঁত চেপে কথা বলা ; অকারণে হাসি হুল্লোড় ;
একালের প্রেম-ভালোবাসার লক্ষণ, আজ কাল পরশু
তারপর নাই।

চণ্ডীদাস বিল্বমঙ্গল অষ্টম এডওয়ার্ড শাজাহান মজনু
তোমাদের কাল স্মরণাতীত। তবুও
একালের ভালোবাসার জন্মলগ্নে,
আবার যেন সেকালের ভূমিকা ফিরে পাই।

প্রয়াস

একটি সন্ধ্যায়
কান পেতে শুনেছি আমি,
শ্রমক্লান্তি বেদনা প্রেম-ভালোবাসার
অস্পষ্ট করুণ শব্দ কুয়াশার ভিতর।

সারাদিন; এই পৃথিবীর
সূর্যের সাথে আমার দেখা হয় নি।
কিন্তু তবুও
অবসরের প্রয়াস চাই না আমি।
আমার অস্তিত্ব থাকে যেন আরো, আরো কঠোর
কাজের ভিতর।

নগরী কেঁদে ওঠে

নগরী ব্যস্ত এখন ঃ
নকল ওষধ বেবী ফুড
রকমারী লেবেল-আঁটার কাজে। কে না জানে
এ পাড়া ও পাড়ার গোপন কারখানা !

লরি ট্যাক্সি হু'ঘোড়ার গাড়ি (ভেজাল মাল বোঝাই)
নির্বিঘ্নে স্থানান্তরে পাড়ি জমায়
তারাতলা জি. টি. রোড ধরে। ড্রাইভার
পুলিসের নজর এড়িয়ে মুচকি হাসে ;
এরা ওস্তাদ লোক, মানে না কোনো পরোয়ানা।

চুরি অন্য জিনিস।
নকল ওষুধ বেবী ফুড
বাহাল তবিয়তে দিনের আলোয় চলে।
কালোবাজারীর ভয় কি ?
থানা পুলিস আইন আদালত
এদের সর্বত্র আনাগোনা !

নগরী কখনো কেঁদে ওঠে :
অসংখ্য রোগী-শিশুর অকাল মৃত্যুর শোকে,
কিন্তু নকল ওষুধ বেবী ফুড কারবারীদের
এটুকু মন ভেজে না (!)।

একটি মন

জানি শেষ হয়ে যাবে একদিন
জীবনের সব উৎসব, ফুরিয়ে যাবে
সৃষ্টির আনন্দমুখর দিনগুলি,
আমিও হবো নিরুত্তর।   শুধু থাকবে
আজকের গান, আর একটি মন।

সেই গানের সুর
বাজবে আমার সমাধি তলে,
তাই জীবনের গান গাই।
অতর্কিতে লেখনী থেমে গেলে
তার শোক আমার নাই॥

চেনা মুখ

চৌরঙ্গীর মোড় থেকে
পার্ক স্ট্রীট যেতে যেতে
কত চেনা মুখ দেখি প্রতিদিন।
একই নিয়মিত সময়ে
ত্রস্তব্যস্ত আনাগোনা
হাসি কান্না ; হাজারো লোকের।

সেদিন এক
আলো ঝলমল সন্ধ্যায় দেখি
খুশির জোয়ার লেগেছে দুর্বল আড্ডাখানায় !
হৃৎপিণ্ডটা দুমড়ে উঠলো একবার।

জীবনের সব চাইতে দামী সময়
ডুবে গেছে মদ-রেস্তোরাঁয়। বার জম-জমাট,
ডায়াসে তুমুল ইংলিশ মিউজিকের ঝড়।
ওই কোণে ; বসেছিল একটি মেয়ে,
মুখে গাঢ় রোজ লিপস্টিক
চোখে কাজল ; ভ্রূযুগল আঁকা।
দেখি, ওকে ঘিরে অনেক জোড়া চোখ বাঁকা !
ওকে জানি, ওপাড়ার (সমাজের) বউ ছিল একদিন।

কীর্তিমান

আহা ! তারা সব দীপ্তিমান,
বেলুনের মতন ফুলে ওঠে তাই
দেশের কৃষ্টি করে ম্লান ।

আহা ! তারা সব দীপ্তিমান,
পুঁথির বিদ্যা আঁকড়ে আছে ; আসলে নেই
প্রকৃতি-সুলভ অভিজ্ঞান ।

এ যুগে এমন লঙ্কাকাণ্ড
আর কোথায় দেখবে ভাই,
চোরের নৌকায় সাধুর নিশান !
বলো যদি ভাই, তোমারই অপমান ।

আহা ! মরি মরি,
তারা দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে
দেশটা সুখে আছে নাকি !
আহা ! বলিহারি ভাই,
এখন পেটের জ্বালায় কুঁকড়ে উঠি
শুনি সরিষায় আছে ভূত নাকি ?
তবু যাঁরা নাটের গুরু, তাঁরা কেবল আছেন খাঁটি
আহা ! তাঁরা সব কীর্তিমান ।

হেমন্তের প্রতি

এসো তুমি, তোমাকেই আমি চাই,
পৃথিবীর যোনির ভিতর।

তুমি এলে
শুকনো শিউলি গাছটার নীচে
শিশির-ভেজা ফুলের শয্যা দেখি,
আহা, তুমি এলে পাই মিঠা রোদ্দুর।

তুমি এলে
শালি ধানের শিষে, গৃহস্থের ঘরে ঘরে,
নবান্নের স্বাদ পাই।

তুমি এলে
বিবাহিতা মেয়েদের মন বলে যেন
বাপের বাড়ি যাই যাই।

তুমি এলে
বুড়ো বাউল তাই
ধানকাটার গান গায়।
এসো তুমি, তোমাকেই আমি চাই।

মূল্যায়ন

বুকের দেরাজ খুলে
অনেক খুঁজেছি মানে,
ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখেছি আপনাকে
নানাভাবে কতবার
কিন্তু উত্তর মেলে নি, অনেক
গলদ রয়ে গেছে ভাবনার মূলে।

আজকের এই সফলতা, রঙিন বাসনাগুলি
হঠাৎ একদিন মুছে যেতে পারে ;
সে কথা ভেবে ; যেন
আজীবন নেমে আসে হতাশার কালি।

হে আমার প্রমত্ত মন,
এ পৃথিবীর পাণ্ডুলিপি
কখনো দেখেছি মূল্যহীন, কখনো বা তার মূল্য হয়েছে
নিরূপণ

সুতরাং ; একাত্ম মনে
পৃথিবীকে ভালোবেসে গেলে
জীবনের হয় মূল্যায়ন।

কাজলদীঘি

আবার যেতে চাই
সেই দেহাতী গ্রামে, যেখানে প্রথম আমি
মাটির ছোঁয়া পেয়েছিলাম।
স্মৃতির পৃষ্ঠায়, আজো আছে
কত পরিচিত মুখ কত অপরূপ ছবি।
মনে পড়ে
হেমন্ত বার্তার সাথে সাথে
সুদূর বিস্তারিত মাঠের বুক খালি করে
শস্যেরা চলে আসে,
কাজলদীঘির গৃহস্থের গোলায়।
তারপর ;
নতুন চালের নানা পিঠা ; তাল-খেজুরের পাটালির সময়।

মনে পড়ে,
বসন্তের দিনে, ফলে-ফুলে ভরে গেছে
কাজলদীঘি। তখন
প্রকৃতির বুকে চিরনতুনের সম্ভাষণ।
আর আজ ; খবরের কাগজে খুঁজি,
মানচিত্রের একখণ্ড ভূমির নিদর্শন।

ডাকঘর ইস্কুল কলেজ রেলপথ আরো কত
পরিকল্পনার জোয়ার এখন ;
আমার বড়ো দেখতে ইচ্ছা করে, কাজলদীঘির প্রান্তর।
তার কোনো পথ নেই বুঝি ?
হায় ! নিজের দেশ—বিদেশ হল, অথচ সেখানে চেনা সব লোকজন।
তবুও আমায় বাধা দিতে পারল না কেউ, মন আমার চলে যায়
শত শত কড়া পাহারা পেরিয়ে—কাজলদীঘি,
যেখানে প্রথম আমি মাটির ছোঁয়া পেয়েছিলাম।

শেষ শয্যা

ভাবি
একদিন কোথাও চলে যাবো
আর ফিরে আসব নাকো
নিশ্চয় চলে যাবো। কিন্তু
কখন যেন গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ি
জানতে পারি নাকো ; এত ঘুম কোথা থেকে এলো ;
শুধু বলতে পারি…অদ্ভুত ভালো লাগে
বাঙলার মাটিতে ঘুমোতে আমার।
অতঃপর ;
বয়সের সাথে সাথে বেরুতে হল।
জলপথ স্থলপথ প্লেন
কত অফুরান প্রান্তর ঘুরে ঘুরে
কখন যেন আবার ; বাঙলার শ্বাস বুকে এলো।
চলে এলাম বাঙলার মাটির নিবিড় টানে,
কোথাও তার তুলনা পেলাম নাকো।
হয়তো পাড়াগাঁ ভালোবাসি আমি,
সবুজ ঘাস বিস্তারিত মাঠ ছোট বড় নদী নালা
খেত খামার বাউলের গান
চন্দনা কাকাতুয়া শালিখের ডাক
কাঁঠালীচাঁপার সুবাস, পুকুরের ভাসমান রাজহাঁস
আটপৌরে শাড়ি-পরা কিশোরীর চুলের মিষ্টি গন্ধ
এইসব ভালোবাসি আমি।

অতঃপর ;
চলে এলাম বাঙলার মাটিতে আবার
এখানেই আমার অন্তিম শয্যা রেখে যাবো।

ইতিহাসের রক্তকীট

বিবিধ তত্ত্ব নিয়ে মস্তিষ্ক চালনা
বস্তুকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা
সত্যি জটিল। তার চেয়ে ইতিহাস বড়ো প্রাঞ্জল !

বিদগ্ধ ঐতিহাসিকের মতে, ইতিহাসের চরিত্র নিরূপণ কঠিন

ইতিহাসের রক্তকীটরা ;
এ শতকেও সক্রিয়, বিস্তৃত তাই রণাঙ্গন।

বিরোধ, ক্ষমতার পশু,
প্রতি মিনিটে হাজারো
বিভাজক রাশির মতন জন্ম নেয়।

সুতরাং ;
ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠাগুলি
বিস্মৃত, উপেক্ষিত শান্তি-মৈত্রীর আবেদন।

বিশদ গবেষণার পরিসংখ্যান হল,
ইতিহাসের রক্তকীটরা ; বংশবৃদ্ধি করে চলেছে,
প্রতি মিনিটে হাজারো শয়তান।

রাতের প্রার্থনা

কাল রাতে কারা এসেছিল
ঘুম ভাঙাতে, বড়ো শান্তির ঘুম।

কোলাহল
শুধু কোলাহল চারিদিকে।
অসহ্য দুর্গন্ধ বাতাসে ; গায়ে আগুনের হলকা লাগে,
মনে হয় শুয়ে আছি যেন
শশ্মান-চিতার পাশে। তবুও
শশ্মান-চিতার চোঁয়াগন্ধ মিলিয়ে যায়, দাহন শেষে।
কিন্তু এ আগুন জ্বলতে থাকে অনিবার।

কাল রাতে উৎসব গেছে,
কিল কিল করছে শকুনের ঝাঁক।
আকাশে বাতাসে গোলাবারুদের লেলিহান শিখা !
জন্তু জানোয়ার কীটপতঙ্গ ছোট ছোট পাখি
হতবাক,
আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে কেউ বুঝি বাঁচবে না আর।

এ পৃথিবীতে
এরা এতকাল ; মানুষের সাথে বাস করে দেখল,
এখনো হিংসা—ক্রোধ—দম্ভ—লোভ
প্রভাবিত প্রত্যেক অন্তর।

এখনো গন্ধ মুছে যায়নি
আদিম ক্ষুধার।

এ পৃথিবীতে অনেক মহামানব এসেছিল
মুক্তি দিতে, কিন্তু তাদের বাণী হয়নি
সর্বত্র প্রচার।
হে আমার ভারতজননী,
তুমি তো বন্ধ্যা নও!
জ্বালাও প্রেমের অগ্নিশিখা—
কোটি কোটি সন্তানের মনের ভিতর।

আজ রাতের প্রার্থনা শুধু এই
আমরা পরস্পরে; অন্তরে বিশ্বাস রেখে
ঘুমোতে চাই, নিবিড় শান্তির ঘুম।

অথ অন্নপর্ব কথা

আজ আর লজ্জা নাই
তোমরা প্রতিবেশী
একথা সকলেই জান,
আউন্স মেপে দু'বেলা খাই।

নিয়ন্ত্রণবিধি মেনে চলা সভ্যতার নিদর্শন।
সুতরাং ; এবার সারা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দেবো,
আমরা কি না পারি ?
ভয়ঙ্কর কঠোর রেশন।

তোমরা প্রতিবেশী
একথা সকলেই জান,
নয়া ছেষট্টি সালে 'লেভি'র মহরত !
কিন্তু তোমরা জান, আরো কি আছে বিধির লিখন ?

তোমরা প্রতিবেশী
একথা সকলেই জান,
দেশের দুর্দিনে, সব বিলাসিতা করেছি বর্জন। কিন্তু
জানি না অপরাধ কি না দু'বেলা উদর পূরণ ?

আমরা স্বাধীন, জন্মভূমির তরে দিতে রাজি আত্মবিসর্জন
শুধু চাই মোটা ভাত, বেঁচে থাকা যতক্ষণ।

আবাল্যের গান

বিশ বছর আগে
পদ্মার ওপারে,
ছিলাম এক কিশোর বালক।
আজ জীবনের মধ্যপ্রান্তে এসে দেখি,
গোপন তহবিলে এখনো
সেদিনের কত স্মৃতি।

নদী নালা খাল বিল হিজল বন
শস্য ভরা মাঠে মাঠে পরিচিত পাখির মাতন
মাঝির ভাটিয়ালী গান
পাড়াগাঁর বধুর অবগাহন স্নান
জেলেদের মাছ ধরার অভিযান
নবীবক্সের কুশল আদান-প্রদান,
আর ভুলিতে পারি না যেন
ছিল এক ; আদরের নানী জহুরা খাতুন।

কেন জানি বারে বারে মনে পড়ে,
সকাল-সাঁঝে বারোয়ারী কালীতলার ঘণ্টা কাঁসর—
সত্যপীর তলার মসজিদের উদাত্ত আজান,
খান গফুর আলীর তর্জাগান।

বিশ বছর আগে
পদ্মার পারে, একদিন
করেছিলাম ছেলেবেলার অভিমান।
কত লোক খুঁজেছে সারাদিন,
শেষকালে দেখা পেল সৈয়দ সুবান।

শুধাল আদর করে, 'ঠাকুর ধরব দুটা কান,
চল ফিরে যাবে, আমার বাড়ি চিড়া-মুড়ি-দুধ করে জলপান।'

বিশ বছর আগে
পদ্মার ওপারে,
ছিলাম এক কিশোর বালক।

হে খরস্রোতা পদ্মা, তুমি শোন,
জীবিকার তাগিদে এ পারে করেছি বাসস্থান
কিন্তু তোমার স্মৃতি আজো ঘিরে আছে সারা মন-প্রাণ।

হে প্রকৃতির জননী পদ্মা, তুমি শোন,
আমার নাড়ীতে চিরদিন বাজবে তোমার গান।

এই ভালো আছি

তুমি তো জান ; স্বল্পবিত্ত আমি,
এই ভালো আছি।

এ পৃথিবীতে যখন
গাঢ় অন্ধকার নেমে আসে
তখন আমায়
জ্যোতির্ময় এক অন্যলোক ;
দেওয়ালীর মতো আলো করে রাখে।

শুধু শ্রেয় নয় ; নানা রঙের ফুল সঞ্চয়,
ফুলহীন পৃথিবীকেও আমি ভালোবাসি

সীমাহীন সমুদ্র প্রান্তরে
জানি নিত্যকার শূন্যতা অপার—
স্বল্পবিত্ত আমি, এই ভালো আছি।

লেখকের আরো উল্লেখ্য বই :

অনেক শোনা পাখির গান (২য় সংস্করণ)
দু' টাকা

এই ফাগুনে
দু' টাকা

কিছু থাকে অদেখা (২য় সংস্করণ)
দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা

কত কথা মনে পড়ে
যন্ত্রস্থ
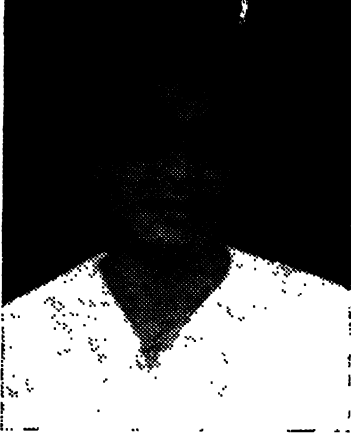
অধুনাতন কবিদের মধ্যে শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি উল্লেখ্য নাম। তাঁর কবিতা সম্বন্ধে: প্রবীণ সাহিত্য-সমালোচক ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—

"......আজকাল কাব্যে তীব্র, ঘনীভূত আবেগ ও সংহত কল্পনা-ঐশ্বর্য খুব কমই দেখা যায়। ...এই পরিপ্রেক্ষিতে কবিতাগুলি এক যথার্থ কাব্য-অনুভূতির বাহন বলে মনে হয়। কবির মনন ও কল্পনা যেন প্রতিশ্রুতির পথ বেয়ে পরিণতির প্রতীক্ষা করছে।......"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন :

..."আধুনিক কবিতার বই হইলেও দুর্বোধ্য নহে। দুর্বোধ্যতাই আধুনিক কবিতার বিশেষত্ব, কিন্তু সেই দুর্বোধ্যতা বিসর্জন দিয়াও কি ভাবে যে আধুনিক-ধর্মী কবিতা লেখা যায়, তাহা আপনার বই হইতে জানা যায়। অনেকগুলি কবিতা মনে করিয়া রাখিবার মত।"

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :

"...আপনার কবিতাগুলি পাঠ করে আনন্দ পেয়েছি। সাবে মৌলিকত্ব আছে। ঘনায়মান আঁধারে আপনার আ অনিত্যের মধ্যে চিরন্তনের আবিষ্কার নতুন সুরের দেয়।......"